221178 - দনৈকি, সাপ্তাহকি ও মাসকি নকে আমলগুলো কি কি?

প্রশ্ন

দনৈকি, সাপ্তাহকি ও মাসকি নকে আমলগুলো কি কি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

নকে আমল বা ইবাদতরে পরধিি অতি বিস্তৃত। এখানে সব ইবাদত উল্লখে করার সুযোগ নইে। এ বষিয়ে বস্তিারতি জানার জন্য প্রশ্নকারী ভাই নম্নিোক্ত গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করতে পারনে:

ইমাম মুনযরিরি লখিতি ‘আত-তারগীব ওয়াত তারহীব’। এ গ্রন্থরে হাদসিগুলো ‘সহহি’ না ‘যয়ফি’ এই মান জানার জন্য এর সাথে শাইখ আলবানীর রচতি ‘সহহিুত তারগীব ওয়াত তারহীব’ এবং ‘যয়ফিুত তারগীব ওয়াত তারহীব’ পড়তে পারনে।

ইমাম নববীর রচতি ‘রয়িাদুস সালহেীন’। বশিষেত রয়িাদুস সালহেীন এর ‘ফাযায়লে অধ্যায়’।

দুই:

দনৈকি পালনীয় নকে আমলগুলোর মধ্যে রয়ছে: পাঁচ ওয়াক্ত নামায, নামাযরে জন্য ওযু করা, ওযু ও নামাযরে সময় মসিওয়াক করা, জামাতরে সাথে নামায আদায় করা, সুন্নত নামাযগুলো আদায় করা (ইশরাকরে নামায, তাহাজ্জুদরে নামায, বতিরিরে নামায) সকাল-সন্ধ্যার যকিরি-আযকার, দবিানশিরি যকিরি-আযকার (ঘরে প্রবশেরে দোয়া, ঘর থকেে বরে হওয়ার দোয়া, মসজদিে প্রবশে ও মসজদি থকেে বরে হওয়ার দোয়া, টয়লটেে প্রবশে ও টয়লটে থকেে বরে হওয়ার দোয়া, পানাহাররে দোয়া, ফরয নামাযরে শষেে পঠতিব্য দোয়া...), ইমামরে সাথে আযানরে শব্দাবলি উচ্চারণ।

সাপ্তাহকি নকে আমলগুলোর মধ্যে রয়ছে: জুমার নামায আদায়, জুমাবার দনিে বা রাতে সূরা কাহাফ তলোওয়াত করা, জুমাবার দনিে বা রাতে বশেি বশেি দুরুদ শরীফ পড়া, সোমবার ও বৃহস্পতবিারে রোযা রাখা।

মাসকি নকে আমলরে মধ্যে রয়ছে: প্রত্যকে মাসরে তনিদনি রোযা রাখা (উত্তম হচ্ছ- বীযরে দনিগুলোতে তথা চন্দ্র মাসরে ১৩, ১৪ ও ১৫ তারখিে রোযা রাখা)।

বাৎসরকি বা মৌসুমি নকে আমলগুলোর মধ্যে রয়ছে: রমযানরে রোযা রাখা, মসজদি গয়িে জামাতরে সাথে তারাবীর নামায আদায় করা, দুই ঈদরে নামায আদায় করা, সামর্থ্য থাকলে হজ্জ আদায় করা, সামর্থ্যবান হলে যাকাত আদায় করা, রমযানরে শষে দশদনি ইতকিাফ করা, শাওয়ালরে ছয় রোযা রাখা, আশুরার রোযা রাখা এবং সাথে একদনি আগে বা পরে আরও একটি রোযা রাখা, আরাফার দনি রোযা রাখা এবং যলিহজ্জরে প্রথম দশদনি বশেি বশেি নকে আমল করা।

এছাড়াও কছিু আমল আছে যগেুলো বশিষে কোন সময়রে সাথে সংশ্লষ্টি নয়; যে কোন সময় সে আমলগুলো করা যায়। এগুলোর মধ্যে কছিু আমল অন্তররে আমল; আর কছিু অঙ্গপ্রত্যঙ্গরে আমল। যমেন- মাকরুহ ওয়াক্ত ছাড়া অন্য যে কোন সময়ে নফল নামায আদায় করা, নফল রোযা রাখা, নফল উমরা আদায় করা, আল্লাহ্র যকিরি করা, কুরআন তলোওয়াত করা, দুরুদ পড়া, দোয়া করা, ইস্তগিফার করা, পতিা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, দান-সদকা করা, মুসলমানদরে মাঝে সালামরে প্রচলন করা, সচ্চরত্রি হওয়া, জহ্বিাকে পবত্রি রাখা, আল্লাহ্কে ভালবাসা, তাঁকে ভয় করা, তাঁর কাছে আশা করা, তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করা, তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, তাঁর প্রতি একীন রাখা এবং তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া।

এছাড়াও এমন কছিু আমল আছে যে গুলো বশিষে কোন প্রক্ষোপট কন্দ্রেকি; প্রক্ষোপট পাওয়া গলেে সসেব আমল পালন করা শরয়িতসম্মত। যমেন- রোগী দখেতে যাওয়া, জানাযার নামায আদায় করা, হাঁচরি উত্তর দয়ো, সালামরে উত্তর দয়ো, দাওয়াত দলিে গ্রহণ করা, ইস্তখিারার নামায আদায় করা, তওবার নামায আদায় করা, সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণরে নামায আদায় করা, বৃষ্টরি নামায আদায় করা, ববিদমান দুইপক্ষরে মাঝে মীমাংসা করা, দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্টদায়ক জনিসি দূর করা, কষ্ট ও বপিদ-মুসবিতে ধর্যৈ ধারণ করা...ইত্যাদি।

সলফে সালহেীন একদনিে চারটি ইবাদত পালন করাকে মুস্তাহাব জ্ঞান করতনে। সগেুলো হচ্ছে- রোযা রাখা, মসিকীন খাওয়ানো (সদকা করা), জানাযার নামায আদায় করা ও রোগী দখেতে যাওয়া। যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “এগুলো যে ব্যক্তরি মাঝে একত্রতি হবে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবশে করব।”[সহহি মুসলমি (১০২৮)]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ